**Draft DTCA Regulation for Pedestrian Safety**

**Preparation of a Draft Updated DTCA Act, & Proposed Organogram, Rules, Regulations and Guideline**





**Infrastructure Investment Facilitation Company**

**19 July 2021**

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

পথচারী নিরাপত্তা খসড়া প্রবিধানমালা, ২০২১

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**

২। **সংজ্ঞা।**

৩। **ফুটপাত নির্মাণ।**

৪। **পথচারী নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা।**

৫। **পথচারী পারাপার।**

৬। **সড়কের যৌথ ব্যবহার।**

৭। **রাস্তা পারাপারের অগ্রাধিকার।**

৮। **রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।**

৯। **পথচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**

১০। **সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।**

১১। **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গার্মেন্টস কারখানা, হাসপাতাল, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পথচারী পারাপারের ক্ষেত্রে করণীয়।**

১২। **দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ।**

১৩। **আন্ত:সংস্থা সমন্বয় সাধন।**

১৪। **শিক্ষা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচারণা।**

১৫। **নির্দেশনা জারি ও অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**

১৬। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠপ্রকাশ।**

**পরীক্ষামূলক খসড়া**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ………., ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ …………….., ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

**এস.আর.ও. নং- …………..-আইন/২০২১।–**ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৮নং এবং ২৫ নং আইন) এর ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।–** (১) এই প্রবিধানমালা ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (পথচারী নিরাপত্তা) প্রবিধানমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।–** (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(ক) “আইন” অর্থ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৮নং এবং ২৫ নং আইন);

(খ) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ;

(গ) “তফসিল” অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো তফসিল;

(ঘ) “পথচারী” অর্থ পায়ে হাঁটিয়া, বা দৌড়াইয়া চলাচল করে এইরূপ যেকোন ব্যক্তি। শারীরিক অক্ষমতার কারণে স্বচালিত বা সহযোগী ব্যক্তি কর্তৃক হুইলচেয়ার ব্যবহার করে বা স্ট্রেচার, ক্রাচে ভর দিয়া, বা অন্যকোন কিছুর সাহায্য নিয়া চলাচলকারী ব্যক্তি কিংবা পুশস্ট্রলার/ ট্রলিসহ রাস্তায় চলাচল করে এইরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ পথচারী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) “পথচারী রিফিউজ” অর্থ মিডিয়ানের ঐ স্থান যেইখানে পথচারী পারাপারের সময় নিরাপদে সাময়িকভাবে অবস্থান করিতে পারে যাতে বহু লেন বিশিষ্ট দ্বিমুখী চওড়া সড়ক পারাপারের নিমিত্ত অধিকতর উপযোগী সময় ও স্থান বুঝিয়া পরবর্তী অংশ পার হইতে পারে। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কখনও ক্রসিং দ্বীপ, আশ্রয় দ্বীপ,বা পথচারী দ্বীপ হিসাবেও বর্ণিত হয়। ইহা সড়কের সংযোগস্থল বা মিডব্লকে অবস্থিত হইতে পারে।

চ) “রোড ওয়ার্ক জোন” অর্থ রাস্তার উপর বা পাশে এমন একটি এলাকা যেইখানে সড়ক সংক্রান্ত কোন কাজ চলমান যেমন নির্মাণ,মেরামত ইত্যাদি| উক্ত নির্দিষ্ট এলাকায় সড়কের কোন কোন অংশ বন্ধ থাকিতে পারে এবং মেরামত-সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম মালামাল আনা নেওয়ার কার্যাদি চলিতে পারে। এইখানে বিকল্প চলাচলের ব্যবস্থা চালু করা হইতে পারে । সড়কের শ্রেণীবিভাগ এবং কার্যের ধরণ অনুযায়ী উক্ত রোড ওয়ার্ক জোন স্থাপিত হয়। রোড ওয়ার্ক জোন স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী হইতে পারে।

(ছ) “রোড ফার্নিচার জোন” অর্থ রাস্তা সংলগ্ন ফুটপাতের যে অংশে সাইনপোষ্ট, ট্র্যাফিকপোষ্ট, লাইটপোষ্ট, পার্কিং মিটার এবং বৃক্ষরোপণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই অংশ;

(জ) “পথচারী জোন” অর্থ ফুটপাতের রোড ফার্নিচার জোন এবং বিল্ডিং ফ্রন্টেজ জোন এর মাঝামাঝি অংশ যাহা পথচারীদের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়;

(ঝ) “ফুটপাত” অর্থ নিরাপদে এবং র্নিবিঘ্নভাবে শুধূমাত্র পথচারী চলাচলের উদ্দেশ্যে র্নিদিষ্ট নকশা এবং মাপে রাস্তার পাশাপাশি নির্মিত তদসংলগ্ন পথ;

(ঞ) “ভবন সম্মুখ বা বিল্ডিং ফ্রন্টেজ জোন” অর্থ সড়ক সংলগ্ন যে কোনও ভবন হইতে সড়কে প্রবেশ করিবার সময় ফুটপাতের যে অংশে প্রথম পদার্পণ করা হয় সেই অংশ।

(২) এই প্রবিধানমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ তে যে অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে সেই অর্থে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

৩। **ফুটপাত নির্মাণ: –**(১) পথচারীদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করিয়া ফুটপাত নির্মাণের পরিকল্পনা করিতে হইবে । যথাযথ র‍্যাম্পের সুবিধাসহ ফুটপাতের আকার ও নির্মাণ শৈলী এমন হইবে যাহাতে সকল ফুটপাত ব্যবহারকারী বিশেষত অক্ষম, অসুস্থ, শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের চলাচলের সুগম্যতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত হয় ।

২) ব্যবহারবিধির ভিত্তিতে ফুটপাতকে নিম্নরূপ তিনটি জোনে ভাগ করা যাইবে, যথা:-

(ক) ভবন সম্মুখ জোন বা বিল্ডিং ফ্রন্টেজ জোন;

(খ) পথচারী জোন; এবং

(গ) রোড ফার্নিচার জোন।

(৩) ফুটপাত নির্মাণকালে এতদসংলগ্ন স্থাপনার প্রবেশপথ (Driveway) এবং ফুটপাত এর লেভেল যেন একই সমতলে থাকে উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) ফুটপাতের রাস্তা সংলগ্ন অংশে পৃথকভাবে বৃক্ষরোপন এবং ইউটিলিটি পোস্ট স্থাপনের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্থানের সংস্থান রাখিতে হইবে।

(৫) ভূমি ব্যবহারের ভিন্নতা এবং পথচারী চলাচলের ঘনত্ব বিবেচনায় করিয়া ফুটপাতের প্রশস্ততার পরিমাপ যতদূর সম্ভব তফসিল-১ এ বর্ণিত নির্ধারিত মাপের হইতে হইবে।

(৬) ফুটপাত এমনভাবে নির্মাণ ও রক্ষানাবেক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে পথচারীগণ সহজে, নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে তাহাদের গন্তব্যে পৌঁছাইতে পারে।

(৭) পথচারীগণ যাহাতে ফুটপাত ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সেই লক্ষ্যে ফুটপাত হইবে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রশস্ত ও সমতল।

(৮) ফুটপাতে হাঁটার পরিবেশ আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ল্যান্ডস্কেপিং করিতে হইবে।

(৯) পথচারী উঠানামার স্থানে (যেমন সংযোগস্থল, ক্রসিং পয়েন্ট, বাসস্টপ ইত্যাদি) বা ফুটপাতের দিক পরিবর্তনের স্থানে বা কোন কারণে কোন স্থানে ফুটপাত বিচ্ছিন্ন হইলে উক্ত স্থানসমূহে সঠিক প্রস্থ, ঢাল, মার্কিং, র‍্যাম্পসহ (ramp) ডিরেকশনাল (directional) এবং ওয়ার্নিং (warning) টাইলস ইত্যাদি যথাযথ জ্যামিতিক নকশা অনুযায়ী ব্যবহার করিতে হইবে।

(১০) ফুটপাতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও পর্যাপ্ত সাইন, মার্কিং এবং সিগন্যাল এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(১১) পথচারীদের রাত্রিকালীন চলাচল নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও স্বস্তিদায়ক করিবার লক্ষ্যে ফুটপাথে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(১২) পার্ক, উদ্যান বা বাগানের অভ্যন্তরের ফুটপাত বা হাঁটিবার রাস্তাকে মনোমুগ্ধকর এবং পথচারীবান্ধব রাখিতে হইবে।

(১৩) ম্যানহোল, ডাস্টবিন, ইউটিলিটি ইত্যাদি এমনভাবে স্থাপিত হইবে যাহাতে পথচারীর নিরবিচ্ছিন্ন চলাচলে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়। ম্যানহোল সর্বদা ঢাকনাসহ থাকিবে ও ফুটপাত এবং তৎসংলগ্ন স্থানে কোন ক্রমেই নির্মাণ সামগ্রী, মালামাল ও আবর্জনা রাখা চলিবেনা। রোড ওয়ার্ক জোনে নির্বিঘ্নে পথচারী চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৪। **পথচারী নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা-** পথচারী নেটওয়ার্ক পরিকল্পনায় পথচারীগণের চলাচলের সংযোগ, সুগম্যতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পথচারী নেটওয়ার্কের আওতায় মূল গন্তব্যে নিরবিছিন্নভাবে এবং সহজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৫। **পথচারী পারাপার।–**(১) পথচারীগণের বয়স, প্রকৃতি, শারীরিক সক্ষমতা এবং চলাচলের স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি বিবেচনায় লইয়া রাস্তা পারাপারের পথ নকশা প্রস্তুত করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে অবশ্যই পথচারীর অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

(২) পথচারী পারাপারের (pedestrian crossing) জন্য নির্ধারিত স্থান যেমন জেব্রা ক্রসিং, সিগন্যাল ক্রসিং, ফুটওভারব্রিজ, আন্ডারপাস বা অনুরুপ সুবিধা প্রয়োজনীয় সাইন মার্কিং এবং সিগন্যালের মাধ্যমে চিহ্নিত করিতে হইবে।

(৩)পথচারী পারাপারের অগ্রাধিকার পদ্ধতি (pedestrian first policy) হিসাবে, রাস্তায় সমতল পারাপারের (at-grade crossing) সুবিধাকে প্রাধান্য দিতে হইবে।যেই সকল স্থানে সমতল পারাপার সম্ভব নয় যেমন রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম, ৪ (চার) লেনের অধিক চওড়া রাস্তা যেখানে যানবাহনের চাপ বেশী, মোটরওয়ে/এক্সপ্রেসওয়ে ক্রসিং, বিআরটি স্টেশন, এম আর টি স্টেশন, ট্রানজিট স্টেশন সেই সকল স্থানে গ্রেড-পৃথক (grade-separated)সুবিধা যেমন আন্ডারপাস বা ফুট ওভারব্রীজ এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে র‍্যাম্প কিংবা লিফট বা চলন্ত সিঁড়ির (escalator)ব্যবস্থা থাকিতে হইবে, যাহাতে সকল ফুটপাত ব্যবহারকারী বিশেষত অক্ষম, অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের চলাচলের সুগম্যতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।

(৪) পথচারীদের যত্রতত্র রাস্তা পারাপার নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে যথাযথ সড়ক বিভাজক বা ফেন্সিং এবং ফুটপাতের সড়ক সন্নিহিত পাশে রেলিং বা প্রতিবন্ধক স্থাপন করিতে হইবে।

(৫) পথচারী পারাপারের জন্য নির্ধারিত সঠিক জ্যামিতিক নকশা অনুযায়ী (তফসিল-১ অনুসারে) ডিজাইন করিতে হইবে যেন সকল ধরণের পথচারী সহজে ব্যবহার করিতে পারে। ইহা ছাড়া পথচারী পারাপারের স্থান সমূহ যেন ফুটপাতের ফার্নিচার জোনে স্থাপিত, গাছপালা, ল্যান্ডস্কেপিং এবং ইউটিলিটি খুঁটি ও রাস্তায় পার্কিংকৃত যানবাহন দ্বারা চালকের দৃষ্টি বাধাগ্রস্ত না হয় ইহা বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

(৬) সড়কের সংযোগস্থলের (intersection) নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে বা মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নরূপভাবে পথচারী পারাপারের ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা:-

(ক) পথচারী পারাপারের নকশা এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যেন পথচারীগণ ন্যূনতম দূরত্ব অতিক্রম করিয়া সহজে ও নিরাপদে রাস্তা পার হইতে পারেন;

(খ) পথচারীদের চওড়া রাস্তা পারাপার নিরাপদ করিবার লক্ষ্যে সড়কের সংযোগ স্থলে (intersection) এবং ডিভাইডেড রাস্তার মিডিয়ানে র‍্যাম্পসহ পথচারী রিফিউজের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(গ) রাস্তায় যানবাহনের চাপ বিবেচনায় পথচারী পারাপারের ক্ষেত্রে পুশ বাটন সম্বলিত ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রনিক সিগন্যালের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পথচারীর জন্য অডিবল সাউন্ডের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(N) সকল ক্ষেত্রে ডিরেকশনাল ও ওয়ার্নিং টাইলসহ প্রয়োজনীয় র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। **সড়কের যৌথ বা শেয়ার্ড ব্যবহার।–**(১) প্রবিধান ৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শহরের যে সকল জায়গায় বিশেষ করিয়া পুরাতন শহর এলাকার রাস্তাগুলি সংকীর্ণ বা সরু হওয়ায় যেখানে পৃথকভাবে ফুটপাত নির্মাণ করা হয় নাই বা বাস্তবসম্মত কারণে উহা নির্মাণ করা সম্ভবও নহে সেই সকল এলাকার রাস্তায় একইসঙ্গে যানবাহন এবং পথচারী চলাচলের ব্যবস্থা রাখা যাইবে, যাহা **শেয়ার্ড জোন** হিসাবে চিহ্নিত হইবে | রাস্তায় চলাচল এবং পারাপারের ক্ষেত্রে পথচারী সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোনো সড়কের যৌথ বা শেয়ার্ড ব্যবহার চালু রাখিবার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) রাস্তার যে অংশে, যৌথ ব্যবহার এলাকার সীমানার শুরু ও শেষ হইবে সেখানে প্রবেশ ও প্রস্থান স্থলে যানবাহনের গতিসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত সংকেত প্রদর্শনের ব্যবস্থা;

(খ) এ ধরনের সড়ক গুলিতে যথাসম্ভব, একমুখী (one-way) যানবাহন পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) সড়কের পেভমেন্টে আলাদা রং বা টেক্সচার (Texture) ব্যবহারপূর্বক গতিসীমা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ঘ) গতিসীমা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সড়কে যানবাহনের প্রবেশ ও প্রস্থানের নিয়ন্ত্রন করা।

(ঙ) পথচারী এবং যানবাহনের পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট সাইন মার্কিং এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৭। **পথচারী কর্তৃক রাস্তা পারাপারের অগ্রাধিকার।–** (১) যানবাহন চালকগণকে সর্বদা পথচারীগণকে রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(২) চালকগণ কোন অবস্থাতেই পথচারী পারাপারে বা এমন স্থানে বা এমন স্থানে নিরাপদে রাস্তা পার হওয়ার ক্ষেত্রে গাড়ি পার্কিং করিবেন না যাহাতে পথচারীর চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়।

(৩) পথচারী পারাপারের নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষমান কোনো যানবাহনকে পিছন থেকে অন্য কোনো যানবাহন অতিক্রম বা ওভারটেক করিবে না এবং সম্মুখে অপেক্ষমান যানবাহনের পূর্বে সামনের দিকে চলিতে শুরু করিবে না।

(৪) কোনো পার্ক বা বিনোদন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সড়কের সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ কেবল পথচারীদের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং উক্ত স্থানে পথচারী চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এইরূপ কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবেনা।

(৫) যেইসকল স্থানে পথচারী চলাচলের ঘনত্ব অত্যাধিক সেইসকল স্থানে প্রয়োজন অনুসারে শুধুমাত্র পথচারীদের চলাচলের জন্য কেবলমাত্র পথচারীগণের জন্য সড়ক (pedestrian-only road)ব্যবস্থা চালু করা যাইবে।

৮। **রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।–**(১) পারাপারের নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থান দিয়া রাস্তা পার হওয়া বা পার হওয়ার চেষ্টা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোনো পথচারী রাস্তা পারাপারের জন্য নিষিদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত এলাকা এবং বেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ বা সংরক্ষিত কোনো এলাকার মধ্য দিয়া সড়কে প্রবেশ বা সড়ক পার হইতে পারিবেন না।

(৩) সড়কের মূল অংশ যাহা যানবাহন চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো স্থানে বা রাস্তা পারাপারের নির্ধারিত স্থান ব্যাতীত অন্য কোন স্থানে রাস্তা পারাপার বা কোনো প্রকারের জমায়েত বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাইবে না।

(4) পথচারীগণ রাস্তা পারাপারের সময় সার্বক্ষণিকভাবে যানবাহন চলাচলের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং হঠাৎ করিয়া এমনভাবে রাস্তা পার হইবার প্রচেষ্টা নিবেন না যাহাতে চালকগণ গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত সময় না পান।

৯। **পথচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।–**(১) এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, রাস্তা বা ফুটপাত ব্যবহারকালে পথচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) পথচারীগণ রাস্তায় চলার সময় অবশ্যই ফুটপাত থাকিলে ফুটপাত দিয়া বা হাঁটার জন্য নির্ধারিত স্থান দিয়া চলাচল করিবেন এবং রাস্তা পার হওয়ার সময় নির্ধারিত স্থান দিয়া পার হইবেন;

(খ) পথচারীগণ ফুটপাতবিহীন সড়কের ডানপাশ দিয়া অর্থাৎ যানবাহন যে মুখী হইয়া আগমন করিতেছে তাহার বিপরীতমুখী হইয়া চলাচল করিবেন;

(গ) পথচারীদের রোডসাইন, সিগন্যাল, মার্কিংসহ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান মানিয়া সতর্কতার সহিত চলাচল করিতে হইবে;

(ঘ) রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে, পথচারীগণ পারাপারের জন্য নির্ধারিত, সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও আলোকিত স্থানে দাঁড়াইয়া শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে পারাপারের অনুকূল অবস্থা বিবেচনায় স্বাভাবিক গতিতে রাস্তা পার হইবেন;

(ঙ) রাস্তা পারাপারের সময় পথচারীগণকে যানবাহনের গতি ও চলাচলের দিকে সার্বক্ষণিকভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে;

(চ) কোনো পথচারী রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন, ইয়ারফোন, হেডফোনসহ যানবাহনের শব্দ শুনিবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বা মনোযোগ বিঘ্নকারী কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার করিবেননা;

(ছ) সিগন্যালাইজ বা পুশবাটন সম্বলিত পথচারী পারাপারের স্থানে পথচারীগণকে অবশ্যই সাইন সিগন্যাল মানিয়া রাস্তা পার হইতে হইবে;

(জ) শারীরিকভাবে অক্ষম, শিশু ও বৃদ্ধ পথচারীগণ, অন্য কোনো পথচারী অথবা পুলিশের সহায়তা ব্যতিরেকে একাকী রাস্তা পার হইবার চেষ্টা করিবেন না;

(ঝ) অ্যাম্বুলেন্স, অগ্নিনির্বাপক গাড়ীসহ অন্যান্য জরুরী যানবাহন চলাচলের সময় পথচারীগণ নিরাপদ দূরত্বে (রাস্তার পাশে বা রিফিউজ থাকিলে রিফিউজে) অবস্থান করিবেন।

১০। **সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তব্যঃ** (১) সিটি কর্পোরেশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ আইন ও বিধিবিধানের আলোকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান এবং গাইড লাইন অনুযায়ী প্রণীত পথচারী নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া তাহাদের অধিক্ষেত্রের আওতায় ফুটপাত, ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস, এসকেলেটার, লিফট এবং পথচারী পারাপারের ব্যবস্থা ইত্যাদির বিশদ নকশা প্রণয়ন এবং তদনুযায়ী নির্মাণ, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

(২) ফুটপাত, ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস, এসকেলেটার, লিফট এবং সংশ্লিষ্ট সাইন সিগন্যাল ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার, পরিছন্ন রাখিতে হইবে এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) যথাযথ ল্যান্ডস্কেপিং এর মাধ্যমে ফুটপাতের পরিবেশ আকর্ষণীয়, দৃষ্টিনন্দন ও নিরাপদ রাখিতে হইবে।

(৪) সকল সড়ক ব্যবহারকারী বিশেষত শারীরিকভাবে অক্ষম (disable) পথচারীগণের সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ফুটপাত ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

১১। **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, হাসপাতাল, হাটবাজার, বিপণি বিতান ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পথচারী পারাপারের ক্ষেত্রে করণীয়।–** (১) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশেপাশের রাস্তায় ক্লাস শুরু হইবার পূর্বে ও শেষ হইবার পরে ছাত্রছাত্রীদের রাস্তা পারাপার নিরাপদ করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ট্রাফিক ওয়ার্ডেনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(২) গার্মেন্টস কারখানাসহ যে সকল শিল্প কারখানায় অধিক জনসমাবেশ ঘটে তাহাদিগকে নিজস্ব ট্রাফিক পরিকল্পনা তৈরি করিতে হইবে এবং রাস্তা পারাপারের সুবিধার্থে প্রয়োজনে ট্রাফিক ওয়ার্ডেন নিয়োগ করিতে হইবে।

(৩) কোনো হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র সন্নিহিত সড়কে হুইলচেয়ার, স্ট্রেচারসহ অন্যান্য চাকা যুক্ত বাহন চলাচলের সুবিধার্থে ফুটপাতের সাথে র‍্যাম্প নির্মাণ করিতে হইবে।

১২। **দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ।-**এই প্রবিধানমালার আওতাধীন কোনো মোটরযান হইতে উদ্ভূত দুর্ঘটনার ফলে কোনো ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বা উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে মনোনীত ব্যক্তি নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, চিকিৎসা খরচ প্রাপ্য হইবেন।

১৩। **আন্ত:সংস্থা সমন্বয় সাধন।–**(১) এই প্রবিধানের কোনো বিধান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আন্ত:সংস্থা বা আন্ত:দপ্তর সমন্বয়ের প্রয়োজন হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-প্রবিধান (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তফসিল-২ এ উল্লিখিত দপ্তর ও সংস্থা সমূহের সহিত বিষয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্যরূপে সমন্বয় সাধন করিবে।

১৪। **শিক্ষা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচারণা।–**(১) কর্তৃপক্ষ, যানবাহন চালক, যাত্রী এবং পথচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা এবং প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) এই প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গার্মেন্টস, কল-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ যানবাহন ব্যবহারকারী যাত্রীগণ কাজ করেন এই রূপ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সন্নিকটে সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ হয় এইরূপ স্থানে ট্রাফিক বিধি-বিধান এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সংক্রান্ত ভিডিও চিত্রপ্রদর্শন ও বিলবোর্ড প্রদর্শন করা যাইবে।

১৫। **নির্দেশনা জারি ও অস্পষ্টতা দূরীকরণ।–** (১) কর্তৃপক্ষ এই প্রবিধানমালার বিধানের যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

(২) এই প্রবিধানমালার কোনো বিধান সম্পর্কে অস্পষ্টতা দেখা দিলে, কর্তৃপক্ষ, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জারি করিতে পারিবে।

১৬। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।–** এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text)প্রকাশ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাপাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলাপাঠ প্রাধান্য পাইবে।

**তফসিল-১**

[প্রবিধান৩ (৫) ও ৫ (৬) দ্রষ্টব্য]

জ্যামিতিক মানদণ্ড **:** ফুটপাত সংলগ্ন ভূমি ব্যবহারের ধরণ এবং উক্ত স্থানে পথচারী চলাচলের ঘনত্ব বা সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া ফুটপাতের প্রস্থ নির্ধারণ করা হইয়া থাকে।

ফুটপাতের প্রস্থ বা মাপ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ছক অনুসরণ করা যাইতে পারেঃ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ভূমি ব্যবহারের ধরণ | ফ্রন্টেজ জোন প্রস্থ অন্যুন(মিটার) | পথচারী জোন প্রস্থ অন্যুন  (মিটার) | ফার্নিচার জোন প্রস্থ অন্যুন(মিটার) | মোট প্রস্থ অন্যুন(মিটার) | প্রতি ঘণ্টায় পথচারী ধারণক্ষমতা (জন) | ফুটপাতের উচ্চতা |
| আবাসিক এলাকা | ০.৫ | ১.৮ | ১.০ | ৩.৩ | ১০০০ | অনূর্ধ্ব ১৫ সেন্টিমিটার |
| বাণিজ্যিক এলাকা | ১.০ | ২.৫ | ১.৫ | ৫.০ | ২৫০০ | অনূর্ধ্ব ১৫ সেন্টিমিটার |
| উচ্চ মাত্রার পথচারীপ্রবণ বাণিজ্যিক এলাকা | ১.০ | ৪.০ | ১.৫ | ৬.৫ | ৫০০০ | অনূর্ধ্ব ১৫ সেন্টিমিটার |

বিঃ দ্রঃ উপরে উল্লিখিত তফসিলে ফুটপাতের নূন্যতম প্রস্থ বা মাপ নির্ধারণে আর্ন্তজাতিক মানদন্ড অনুসরণ করা হইয়াছে। বাস্তবে জায়গার আদৌ সংকুলান না থাকিলে পথচারীগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। উল্লেখ্য,যাহাতে দুইজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী সহজে একে অপরকে অতিক্রম করিতে পারে এর জন্য নূন্যতম প্রশস্ততা ১.৮মি হইতে হইবে।

ফুটপাতের উচ্চতা**:**অতিরিক্ত উচ্চতা পথচারীদের ফুটপাত ব্যবহারে যাহাতে অনাগ্রহী না করিয়া তোলে এবং পথচারীগণ রাস্তায় নামিতে বাধ্য না হয় সেইজন্য ফুটপাতের উচ্চতা সাধারণত সর্বোচ্চ ০.১৫ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

সারফেস**:** ফুটপাতগুলির তল বা সারফেস একই সমতলে হইতে হইবে তবে সঠিকভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় ঢালের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য ফুটপাতের যথাযথ স্থানে ডাইরেকশনাল বা ওয়ার্নিং টাইলসগুলি এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা ফুটপাতের দিক পরিবর্তন, ঢাল, উঠানামার স্থান বা কোন প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলি সহজে অনুধাবন করিতে পারেন।

**তফসিল-২**

[প্রবিধান ১৩ (২) দ্রষ্টব্য]

|  |  |
| --- | --- |
| দপ্তর/সংস্থার নাম | কার্যাবলী/সমন্বয়ের  বিষয়বস্তু |
| ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ) | নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রস্তুত, পথচারী নেটওয়ার্ক মনিটরিং, প্রচার প্রচারণা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) |
| রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) বা নগর কর্তৃপক্ষ | প্রনীত প্রবিধানমালা এবং গাইডলাইনের আলোকে পথচারী নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা |
| ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ (ডিএমপি) বা সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা | আইন-বিধির প্রয়োগ প্রতিপালন এবং দুর্ঘটনার তদন্ত |
| ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) ও ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা | প্রনীত প্রবিধানমালা এবং গাইডলাইনের আলোকে পথচারী পারাপার, ফুটপাত ও ফুটওভার ব্রীজ,আন্ডারপাস,লিফট, এসকেলেটর ইত্যাদির চূড়ান্ত নকশা প্রনয়ণ, নির্মাণ ও এগুলোর সার্বক্ষনিক পরিস্কার পরিছন্নতা, রাত্রীকালীন সময় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাসহ সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা। |